দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

রেজিস্ট্রেশনের দাবিতে বেগম রোকেয়া কলেজের ১০৩ ছাত্রীর আত্মহত্যার হুমকি

■ রংপুর প্রতিনিধি

রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয়ার দাবিতে ৭ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে রংপুর বেগম রোকেয়া কলেজের ১শ' ৩ জন শিক্ষার্থী। অন্যথায় ১৪ মার্চ কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য ইংরেজী অনার্স ২য় বর্ষের পরীক্ষা বন্ধ এবং ১৫ মার্চ একযোগে বঞ্চিত ছাত্রীরা কলেজ কেন্দ্রে আত্মহত্যা করার হুমকি দিয়েছে।

ফলোআপ

গত মঙ্গলবার দিনভর প্রতীক অনশন, অধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভসহ 'আমরা ইংরেজীতে অনার্স পড়তে চাই' স্লোগানকে সামনে রেখে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা। এদিকে কলেজের ইংরেজী বিভাগের ১শ' ৩ জন শিক্ষার্থীর আত্মাহুতির ঘোষণা দিয়ে অব্যাহত আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। পাশাপাশি সেখানকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালীপনার কারণে ইংরেজী প্রথম বর্ষের ১শ' ৩ ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন না হওয়াকে কেন্দ্র করে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

আন্দোলনকারী ছাত্রীদের দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে শরিক হয়েছে রোকেয়া কলেজের সকল শিক্ষার্থীরা। ফলে রোকেয়া কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম অচল হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা জানান, আমাদের জীবন থেকে ইংরেজী অনার্স পড়া বন্ধ হয়ে গেলে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ১শ' ৩ জন ছাত্রী অধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে আত্মহত্যা করব।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লেখ করে ওই শিক্ষাবর্ষে ইংরেজীতে অনার্স বর্ষে ভর্তি হতে হলে পরীক্ষায় ২৫ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম ১২ নম্বর পেতে হবে। কিন্তু এ নিয়মটি উপেক্ষা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষায় পাসকৃত ছাত্রীদের ইংরেজী বিষয়ে ভর্তি করার মৌখিক অনুমতি দেয়। সে অনুযায়ী রোকেয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ ১শ' ৪০ জন ছাত্রীকে ওই বিষয়ে ভর্তি করিয়ে নেয়। এর মধ্যে ৩৭ জন ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তির অনুমতি দিলেও বাকি ১শ' ৩ জন ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। ছাত্রীরা জানায়, ১৮ জন ছাত্রী প্রথম মেধা তালিকায় ভর্তি হয়েছে। কিন্তু পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে তাদের সকল শর্ত পূরণ করেই মাইগ্রেশনের মাধ্যমে ইংরেজী বিষয়ে ভর্তি হয়েছে। এরপরও রেজিস্ট্রেশন হয়নি। কয়েকজন ছাত্রী অভিযোগ করেন, ভর্তির এক বছর পেরিয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এখনো রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেনি। রেজিস্ট্রেশন না হলে অনার্স পড়া যাবে না, সেই সাথে শিক্ষাজীবন থেকে ২ বছর ঝরে যাবে।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ ড. আব্দুল লতিফ মিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই পরিস্থিতির জন্য মোটেই কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ত্রুটিকে দায়ী করে জানান, আমরাও রেজিস্ট্রেশন না হওয়া ছাত্রীদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি। এমন ঘটনা শুধু রোকেয়া কলেজেই নয়, সারাদেশ থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৫শ' শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করতে পারেনি। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আশ্বাস দিয়েছে সমস্যা সমাধানের। তাই আমরা ছাত্রীদের বলছি ধৈর্য ধরতে, সেই সঙ্গে আমরা ক্রমান্বয়ে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য।